আল্লাহর সাথে শিরক

শব্দ পরিচিতিঃ শিরক অর্থ শরীক করা, অংশীদার বানানো। শিরক তাওহীদের বিপরিত। জাতিসত্তা, উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ সহ সকল বৈশিষ্ঠে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এমন বিশ্বাসকে বলে তাওহীদ। পক্ষান্তরে কোনকিছুতে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক বানানোকে বলা হয় শিরক।

শিরকের প্রকার ভেদঃ শিরক দুই প্রকার। শিরক্ আকবার ও শিরক্ আছগার তথা বড় শিরক্ ও ছোট শিরক্।

শিরক্ আকবারঃ জাতিসত্তা, উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ সহ কোন বৈশিষ্ঠে অন্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক বানানো শিরক আকবার, বড় শিরক। অর্থাৎ..

...আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা,
...অন্যের কাছে প্রার্থনা করা,
...অন্যকে আশ্রয়দাতা বা মুশকিলকুশাঁ মনে করা,
...আল্লাহর মত করে অন্যকে ভালবাসা,
...অন্যের কাছে মাথা নত করা, উপাসনা করা,
...অন্যের জন্য জবেহ করা, ভোগ, বলি বা উৎসর্গ দেয়া।
...অন্যের নামে মান্নত করা ইত্যাদি।

মোট কথা: আল্লাহর জন্য যা করা হয় অন্যের জন্য এমন কিছু করা, আল্লাহকে যেভাবে মর্যাদা দেয়া হয়, ভালবাসা হয় অন্যকে এমন ভাবে মর্যাদা দেয়া বা ভালবাসা শিরক্। নিম্নে কয়েকটি উদাহরন পেশ করা হলঃ

জাতিসত্তায় শিরকঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কোন কিছুতেই আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক নেই। আল্লাহর সত্তায় অন্যকে তাঁর সমান, সমকক্ষ বা শরীক বানানোকে বলা হয় জাতিসত্তায় শিরক্। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বলো ! আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন। তিনি কারো জনক নন। তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমান বা সমকক্ষ নেই। (সূরাহ ইখলাছ)

জাতিসত্তায় শিরকের নমুনাঃ খৃষ্ঠানরা মনে করে ঈসা আঃ আল্লাহর ছেলে। ইয়াহুদ মনে করে উজাইর আঃ আল্লাহর ছেলে। কিছুলোক মনে করত ফিরিস্তা আল্লাহর মেয়ে। এসব আল্লাহর জাতিসত্তায় শিরক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

ইয়াহুদ বলে: উজাইর আল্লাহর ছেলে আর নাসারা বলে: মাসীহ (ঈসা) আল্লাহর ছেলে। এসব তাদের মনগড়া কথা। আগেরকার কাফিররাও অনুরূপ বলত। আল্লাহ ধ্বংস করুক! কি ভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে? তারা আল্লাহর বদলে উলামা, পীর ও মাসীহ বিন মারইয়াম(নবী)কে রাব্ব (বিধান দাতা) মেনে নিয়েছে। অথচ তাদের বলা হয়েছিল: এক আল্লাহর দাসত্ব করতে। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান, সকল শিরকের উর্দ্ধে। (তাওবাহঃ ৩০,৩১)

হুযাইফাহ রাঃকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: তারা কি এদের উপাসনা করত ? তিনি বলেছেন: না..। বরং এরা হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করে (ফতোয়া) দিলে তারা মেনে নিত।

আদী বিন হাতীম বলেন: আমি রাসূল সাঃর খেদমতে হাজির হলাম। আমার গলায় স্বর্নের ক্রস ছিল। তিনি বললেন: আদী ! এটা কি ? এ বেদিকে ফেলে দাও। তখন তিনি তিলাওয়াত করছিলেন: (তারা আল্লাহর বদলে তাদের উলামা, পীর ও মাসীহ বিন মারইয়ামকে রাব্ব মেনে নিয়েছে....) তারপর বললেন: শোন! তারা এদের পুজা করত না। তবে এরা কোনকিছু হালাল বা হারাম বললে মেনে নিত। (তিরমিযী। কুরতুবী: উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে)

আজকাল যারা নীতিভ্রষ্ট পীর ও আলিমের ফতোয়া বা দেশীয় আইনের দোহাই দিয়ে কুর্‌আন বিরোধী নীতিমালা ও বিধান মেনে নিচ্ছেন তারা আসলে এসব নীতিভ্রষ্ট পীর, আলিম ও নেতাদের বিধানদাতার আসনে বসিয়ে শিরর করে যাচ্ছেন এবং নিজের ঈমান ও আমাল বরবাদ করে জাহান্নামের পথে ধাবিত হচ্ছেন। তাই সাবধান!

(ফিরিস্তাকে আল্লাহর মেয়ে বলে) তারা আল্লাহর জন্য কন্যা আর নিজেদের জন্য পছন্দ মত (পুত্র সন্তান) পছন্দ করে। (১৬ নাহলঃ ৫৭)

বাস্তবতাঃ আসলে ঈসা, উজাইর, বা ফিরিস্তা আঃ আল্লাহর সন্তান নন। এরা আল্লাহর দাস, আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর করুনার পাত্র। আল্লাহর করুনা পেয়ে এরা ধন্য হয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলে: আল্লাহর সন্তান গ্রহন করেছেন। তিনি এসবের উর্দ্ধে। (তারা যাদের কথা বলছে) আসলে এরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারী বান্দা। (২১ আম্বিয়াঃ ২৬)

শিরকের পার্শ-প্রতিক্রিয়াঃ যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে আল্লাহর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। আসমান যমীন সহ সকল সৃষ্টি তাদের ধিক্কার দেয়। তাদের বিরুদ্ধে ফুসে উঠে। তাদের ধ্বংস কামনা করে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলে: রাহমান সন্তান গ্রহন করেছেন! তোমরা অনেক বড় কথা বলে ফেলছ। এমন বলার কারনে আসমান ভেঙ্গে যেতে চায়, যমীন ফেটে যেতে চায়, পাহাড় চূর্নবিচূর্ন হয়ে যেতে চায়.। এমন হতেই পারে না। আসমান যমীনের সবাই দাস হিসাবে তাঁর কাছে নত হয়। তোমাদের সব কথা সংরক্ষন করা হচ্ছে, পুংখানোপুংখ হিসাব রাখা হচ্ছে। কিয়ামতে সবাই একা একা তাঁর কাছে হাজির হবে (তখন উপযুক্ত সাজা হবে) (১৯মারইয়ামঃ ৮৮-৯৪)

এক হাদীছে বর্নিত হয়েছে: আল্লাহর সাথে শিরক করা হলে (মানুষ আর জিন্ন বাদে) সমগ্র সৃষ্টি ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আল্লাহর সাথে এমন বে-আদবী কেউ মেনে নিতে পারে না। (তাফসীর ইবনে কাছীর: উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে)

বৈশিষ্ঠে শিরকঃ জাতিসত্তার মত সকল বৈশিষ্ঠেও আল্লাহ লা-শরীক। কোনকিছুতে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ, বা শরীক বানানো শিরক। আল্লাহর বৈশিষ্ঠে তথা গুন বাচক নামেও শিরক করে থাকে অনেক মানুষ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ রয়েছে সুন্দর সুন্দর অনেক নাম। এসব নামে তাকে ডাকো। আল্লাহর নামের ব্যাপারে যারা বিভ্রান্ত হয় তাদের ছেড়ে দাও। অচিরেই তারা কর্মফল পেয়ে যাবে। (৭ আ'রাফ: ১৮০)

আল্লাহর বৈশিষ্ঠ সমূহের মাঝে সবচেয়ে বেশী শিরক করা হয় উলুহিয়্যাহ ও রুবুবিয়্যাতে। তাই উলুহিয়্যাতে শিরক না করার অঙ্গিকার করে (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'' এ সাক্ষ্য দিয়ে) ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। এবং রুবুবিয়্যাতে শিরক না করার নিশ্চয়তা (তোমার রাব্ব কে'' এ প্রশ্নের উত্তর) দিয়ে আখেরাতের জীবন শুরু হয়।

উলুহিয়্যাতে শিরকঃ উলুহিয়্যাতের দাবী হল: আসমান-যমীন সহ সমগ্র সৃষ্টি জগতে এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া। মহান আল্লাহকে সকল কিছুর উৎস মেনে একমাত্র তাঁর ইবাদাত করা। বিপদে মুসীবতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। মহান ইলাহ হিসাবে তাঁর প্রতি অতুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখা। জীবন মরন সহ সবকিছু তাঁর তরে কুরবান (উৎসর্গ) করা। অন্যকে তাঁর সমান বা শরীক না বানানো।

মোটকথা: আল্লাহকে যেভাবে মানতে হয়, যেভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়, যেভাবে ভালবাসতে হয়, আল্লাহর জন্য যা করা হয়, এর সামান্য কিছু অন্যের জন্য করা উলুহিয়্যাতে শিরকের অন্তর্গত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

জেনে রেখ! সৃষ্টি আল্লাহর। তাই কর্তৃত্ব হবে শুধুই তাঁর। আল্লাহ মহান, সর্ব-জগতের রাব্ব। (৭ আ'রাফ ৫৪)

আদি ও অন্ত সকল কালে সকল কর্তৃত্ব শুধুই আল্লাহর। (৩০ রূম ৪)
কারো কোন কর্তৃত্ব নেই আল্লাহ ছাড়া। তিনি হুকুম দিচ্ছেন: দাসত্ব কর শুধুই তাঁর। ইহাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (১২ ইউসুফ ৪০)

তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন (৮৫ বুরুজঃ ১৬) অর্থাৎ তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।

..... আল্লাহই সকল কিছুর উৎস (২ বাক্বারাহঃ ২১০)

আল্লাহ ছাড়া কোন ওয়ালী নেই। কর্তৃত্বে অন্যকে শরীক করো না। (১৮ কাহাফ ২৬)

আল্লাহর কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট থাক। কোন পাপিষ্ট কাফিরের আনুগত্য কর না। (৭৬ দাহর ২৪)

সুতরাং সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর। সার্বভৌমত্বের তিনিই মালিক। তিনিই সকল কিছুর উৎস, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। দাসত্ব করতে হবে শুধুই তাঁর। জবেহ ও উৎসর্গ করতে হবে তাঁর নামেই। বিপদে আশ্রয় ও করুনা প্রার্থনা করতে হবে তাঁর কাছেই। কোনকিছুতে অন্যকে আল্লাহর সমান, সমকক্ষ বা শরীক করা যাবে না। করলে উলুহিয়্যাতে শিরক হবে। নিম্নে কিছু নমুনা পেশ করা হলঃ

ক. আমরা আল্লাহর জন্য রোজা রাখি, সংযম করি। অশ্লিল কথা, অশ্লিল কাজ ও পানাহার সহ অনেক কিছু বর্জন করি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোনকিছু বর্জন করা ইবাদাতে শিরক।

খ. আমরা আমাদের জীবন, মরন, ধন-সম্পদ সব আল্লাহর পথে ব্যয় করি। আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোনকিছু ব্যয় করা বা উৎসর্গ করা শিরক। যেমন বর্নিত হয়েছেঃ

সালমান ফার্সি রাঃ বলেনঃ একটিমাত্র মাছির জন্য একব্যক্তি জান্নাতে আর একব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে। (লোকজন জিজ্ঞেস করল: কোন ধরনের মাছি? কাপড়ে বসা একটি মাছি দেখিয়ে তিনি বললেন: এইত এই মাছি। তারপর বললেন) এক জাতি একটি মুর্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। মুর্তিটিকে নজরানা না দিয়ে কেউ অতিক্রম করত না। (দুইজন মুসলিম) মূর্তিটি অতিক্রমকালে লোকজন বলল: দেবিকে কিছু দিয়ে যাও। একজন কিছু দিতে অস্বিকার করল। লোকজন (দেবির প্রতি অবজ্ঞার অজুহাতে) তাকে হত্যা করল। তারপর অন্যজনকে বলল: একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করে যাও। লোকটি একটি মরা মাছি তুলে দিয়ে দিল এবং (মুশরিক হয়ে) জাহান্নামী হল।
(আহমদঃ হাদিছটি মাওকুফান সাহীহ)

গ. আমরা নামাযে বিশেষ ভঙ্গিতে দাড়িয়ে বা বসে থাকি, বিশেষ কিছু পাঠ করি বা নিরব থাকি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এমন কিছু করা শিরক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

নিশ্চয় সকল মাসজিদ (ইবাদাত ও এসম্পর্কৃত সসকিছু) একমাত্র আল্লাহর। তাই আল্লাহর সাথে অন্যকে ডেকো না।
(৭২ জিন্ন: ১৮)

ঘ. আমরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর নামে জবাই করি। সুতরাং অন্যের জন্য বা অন্যের নামে জবেহ করা শিরক।

ঙ. নযর বা মান্নত করা ইবাদাতের অংশ। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে নযর বা মান্নত করা শিরক।

চ. আল্লাহ সবকিছুর মালিক, সকলের উপর ক্ষমতাবান। তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না, কোন কাজের পরিনতির কথা ভাবতে হয় না। কারন তাঁর মালিকানা সার্বভৌম, তাঁর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তাঁকে কোন কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না কিন্তু মানুষকে প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। (২১ আম্বিয়াঃ ২৩)

কোজ কাজেই তাঁর পরিনতির ভয় নেই। (৯১ আল-শামস: ১৫)

পক্ষান্তরে আমাদের মালিকানা ও ক্ষমতা সীমিত। ক্ষমতা প্রয়োগে আমাদের সাবধান থাকতে হয়। কারো অধিকার নষ্ট করলে আমাদের অন্যায় হয়, অপরাধ হয়। আমাদেরকে রাষ্ট্র, সমাজ এবং মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কারন আমাদের মালিকানা সার্বভৌম নয়। আমাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমতার উৎস, সার্বভৌমত্বের মালিক বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা শিরক।

ছ. অনেকে একটি বিশেষ গুষ্টিকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে দাড় করায়। এদেরকে আল্লাহ পাওয়ার মাধ্যম মনে করে। তারা বিশ্বাস করে: এরা আল্লাহর অতি আপন, অদৃশ্য (রূহানী) জগতে অসীম ক্ষমতাধর। এরা খুশি হলেই আল্লাহ খুশি। এমন ধারনা থেকে তারা পীর-পূজা ও মাজার পুজায় মেতে উঠে। মনে করে: এরা তাদের জন্য শুফায়া' (সুপারিশকারী)। পবিত্র কুর্আনে তাদের একাজকে শিরক ও তাদের বানানো শুফায়া'কে শুরাকা (শরীকগণ) বলা হয়েছে। উলুহিয়্যাতে শিরকের ইহাও একটি পদ্ধতি।

আমাদের দেশের হিন্দুরাও একই পদ্ধতিতে শিরক করে। তারা মনে করে: কিছু ব্যক্তিবর্গ দুনিয়াতে ইশ্বরের অবতার। ইশ্বরের আশির্বাদ পেয়ে এরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। ইশ্বর এদেরকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। (যেমন: লক্ষ্যিকে সম্পদ, সরস্বতিকে বিদ্যা বণ্ঠনের।) এরা খুশি হলে ইশ্বর খুশি হন। এরা ইশ্বরের কাছে পৌছার মাধ্যম। তাই তারা এদের মুর্তি বানিয়ে তোষন করে। এদের পুজা দিয়ে ইশ্বরের করুনা হাসিলের তৃপ্তি অনুভব করে।

আরবের মুশরিকরাও একই পদ্ধতিতে শিরক করত। পূর্ববর্তি কোন ব্যক্তিত্ব ও এদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানকে নুস্বুব হিসাবে মর্যাদা দিত। ভাবত: এরা অসীম ক্ষমতা ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এরা খুশি হলে আল্লাহ খুশি হন। তাই এদের মুর্তি বানিয়ে তোষন করত, এদের নামে উৎসর্গ করত। এদেরকে শুফায়া'(কিয়ামতে সুপারিশকারী) ও মহান মনে করত। এদের মুর্তি ও স্মৃতি বিজড়িত স্থানকে ঐতিহ্যের অংশ ভাবত। এদের শ্রদ্ধা করা, ভালবাসা ও তোষন করাকে কল্যান মনে করত। আর এর মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করার তৃপ্তি অনুভব করত।

তাই নবীগণ এসব কাজকে মুর্খতা ও পাপ বললে মুশরিকরা ক্ষেপে উঠত। তারা আল্লাহর নবীকে খোদাদ্রুহি, ধর্ম অবমাননাকরী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজবিরোধী, জাতীয় ঐতিহ্য পরিপন্থি ইত্যাদি বলে গালমন্দ করত। তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা করত, লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

(মুর্তি, মাজার, সৌধ, মিনার ইত্যাদি) যারা উপকার ক্ষতি কিছুই করতে পারে না তারা আল্লাহর বদলে এদেরকে ডাকে। আর বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের শুফায়া' (সুপারিশকারী)। বলে দাও! আসমান যমীনের কোন ব্যাপার কি আল্লাহর অজানা আছে, যা তোমরা জানাতে চাচ্ছ ? আল্লাহ সকল শিরকের উর্দ্ধে। (১০ইউনুস: ১৮)

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য শুফায়া' ঠিক করে নিয়েছে? বলে দাও! তোমাদের শুফায়া' যদি অক্ষম বা নির্বোধ হয় ? বল! সুপারিশের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সকল সার্বভৌমত্ব শুধুই তাঁর। তিনিই সকল কিছুর উৎস। (৩৯ যুমার: ৪৩,৪৪)

আখেরাতে পাপিষ্ঠরা হতাশ হয়ে পড়বে। শুরাকা (বানানো শরীক)গণ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না। বরং তারাই শুরাকাদের বর্জন করবে। (৩০ রূম: ১৩)

....(বলা হবে) কি হল, তোমাদের শুফায়া (সুপারিশকারী)দের দেখছিনা যে, যাদেরকে তোমরা শুরাকা (আল্লাহর শরীক) মনে করতে। তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল? তোমাদের ছেড়ে তারা উধাও হয়ে গেল? (৬ আন্য়া'ম: ৯৪)

জিন্ন আল্লাহর সৃষ্টি। অথচ কিছু মানুষ কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে জিন্নকে আল্লাহর শুরাকা (অংশীদার) বানায়, আল্লাহর ছেলে মেয়ে ঠিক করে ! আল্লাহ সকল শিরকের উর্দ্ধে। (৬ আন্য়া'ম: ১০০)

তাদের কি এমন শুরাকা আছে, যারা জীবন বিধান ঠিক করে দেয়? (আখেরাতে) আলাদা করার নিয়ম না থাকলে তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। জালিমদের তরে যন্ত্রনা দায়ক আযাব। (৪২ শূরা-: ২১)

তাদের জিজ্ঞেস কর: তোমরা আল্লাহ ছাড়া যেসব শুরাকার কাছে প্রার্থনা কর তাদের ব্যাপারে ভেবে দেখেছ ? পৃথিবীতে তারা কি সৃজন করেছে? নাকি আসমান সৃষ্টিতে তাদের অংশ আছে? না আমি কোন কিতাব দিয়েছি, যার আলোকে তারা এমন করছে ? আসলে পাপিষ্ঠরা আত্মপ্রতারনায় লিপ্ত। (৩৫ ফাতির: ৪০)

সেদিন সবাইকে একত্রিত করব। মুশরিকদের বলব: তোমাদের শুরাকা কোথায়? যাদেরকে (আমার শরীক) মনে করতে ? তখন তাদের একটাই জবাব হবে। তারা বলবে: হে রাব্ব! আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না। দেখো! কি ভাবে মিথ্যা বলে ? তাদের মনগড়া সব উধাও হয়ে যাবে। (৬ আন্য়া'ম: ২২-২৪)

পর্যালোচনাঃ একথা সত্য যে পরকালে সুপারিশ হবে। তবে কে কার জন্য সুপারিশ করবে ইহা ঠিক করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তাই নিজের ইচ্ছামত শুফায়া' ঠিক করে নিয়ে এদের তোষনে লেগে যাওয়া আল্লাহর ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ। এমন হস্তক্ষেপকে পবিত্র কুর্আনে শিরক বলা হয়েছে।

সুপারিশের নিয়ম: ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রথমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে সুপারিশকারী হিসাবে নিবন্ধন করাতে হবে। তারপর নিদৃষ্ট ব্যক্তির নামে সুপারিশের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি পাওয়া গেলে সুপারিশ করতে পারবে। সুপারিশ গৃহিত হলে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন, নতুবা নয়।

পরকালে কেউ কাউকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে পারবে না বা জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না অথবা ইচ্ছা হলেই সুপারিশ করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমাদের রাব্ব আল্লাহ। যিনি ছয়দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। ইবাদাত কর শুধুই তাঁর। তোমরা কি কিছুই বুঝ না ? (১০ ইউনুস: ৩)

পাপিষ্ঠ কাফিরদের জন্য কোন সুপারিশই কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি কুফর, শিরক, নিফাক তথা ঈমান বিনষ্টকারী কোন কাজ করবে তার জন্য কারো সুপারিশই গ্রহন করা হবে না। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা (পাপিষ্ঠ কাফিররা পরকালে) বলবে: আমরা নামায পড়তাম না, নিরন্নকে অন্ন দান করতাম না, অন্যদের সাথে আমরাও (ইসলামের) সমালোচনা করতাম, পরকাল অস্বিকার করতাম। এভাবেই চির সত্য (মৃত্যু) এসে গেল।

অতএব তাদের জন্য কারো সুপারিশই কাজে আসবে না। (৭৪ আল-মুদ্দাসির: ৪৩-৪৮)

আরো নানা ভাবে, নানা পদ্ধতিতে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। আমাদের উচিত সকল প্রকার শিরক থেকে দূরে থেকে নিজের ঈমান ও আমালের হেফাজত করা। মনে রাখতে হবে: শিরক ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপ। যে ব্যক্তি শিরক করে সে মুশরিক। এমন লোকের কোন ইবাদাত বন্দেগী আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। মুশরিক চির জাহান্নামী। মুশরিক আল্লাহর ক্ষমা থেকে চির বঞ্চিত।

শিরকের উপরকনঃ শিরকের উপকরন বুঝাতে পবিত্র কুরআনে **তামাছীল, নুস্বুব ও আনস্বাব** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তামাছীল অর্থ প্রতিকৃতি, মুর্তি। কোন প্রাণীর অবয়বে তৈরী প্রতিকৃতি বা মুর্তিকে তামাছীল বলে। আর নুস্বুব বা আনস্বাব অর্থ সৌধ, খুটী, স্তম্ভ, স্থাপনা ইত্যাদি। কোন পাথর, খুটী, স্তম্ভ, সৌধ, মিনার বা স্থানকে মহান ও পবিত্র মনে করে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হলে একে নুস্বুব বা আনস্বাব বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

ইবরাহীম তার পিতা ও জাতিকে বলল: এসব **তামাছীল** কি, তোমরা কেন এদের কাছে অবস্থান কর ?
(২১ আম্বিয়া: ৫২)
তোমাদের জন্য হারাম করা হল ..... এবং যা **নুস্বুবে** জবেহ করা হয় .....। (৫ মাইদাহ: ৩)

মুঅমিনগণ! মদ, জোয়া, **আনস্বাব** ও আযলাম (লটারী) পাপ, শয়তানী কাজ। এসব পরিহার কর। সফল হবে।
(৫ মাইদাহ: ৯০)
রুবুবিয়্যাতে শিরকঃ আল্লাহ সর্ব-জগতের রাব্ব, একমাত্র প্রভু। এ মহা-বিশ্বে প্রভুত্ব চলবে শুধুই তাঁর। সকলের অন্নদাতা, বিধানদাতা তিনিই রাব্ব। সবার জন্য বৈধ-অবৈধ, করনীয়-বর্জনীয় ঠিক করার তিনিই একমাত্র অধিকারী। এ বিশ্ব জগত কিভাবে চলবে, কে কিভাবে জীবন কাটাবে ? এসব ঠিক করার তিনিই মালিক। ইহাই রুবুবিয়্যাতের দাবী। কোন ব্যাপারে অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ, সমান বা শরীক বানানো শিরক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আসমান-যমীন ও মধ্যবর্তি সবকিছুর রাব্ব রাহমান। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কথা বলার সাধ্য কারো নেই।
(৭৮ নাবা: ৩৭)
বলে দাও! আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য রাব্ব তালাশ করব ? অথচ তিনিই সবকিছুর একমাত্র রাব্ব..।
(৬ আনয়া'ম: ১৬৪)
আমরা মানুষ। আমাদের জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনিই আমাদের রাব্ব। আমাদের জন্য করনীয়-বর্জনীয়, বৈধ-অবৈধ তথা জীবন বিধান ঠিক করার তিনিই মালিক। তাঁর বাতানো পথই সোজা পথ, সীরাত মুস্তাকীম। পক্ষান্তরে অন্য সকল পথ শয়তানের পথ। শয়তানের পথে চললে আল্লাহ গুস্বা হন, জাহান্নামে সাজা দেন।

শয়তান খুব হিংসুক ও জিদ্দী। শয়তান নিজের সর্বনাশ করেছে। আল্লাহর আদেশ অমান্য করে অভিশপ্ত জাহান্নামী হয়েছে। তাই কাউকে জান্নাতের পথে চলতে দেখলে তার হিংসা হয়। কারো সুখ শয়তানের সহ্য হয় না। শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে জাহান্নামে তার সঙ্গী বানাতে চায়।

শয়তান মানুষের সাথে প্রতারনা করে। পাপের পথে উন্নতি ও অগ্রগতি দেখিয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত করে। আর বোকা মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে কুফর ও শিরক করে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে নেয়।

রুবুবিয়্যাতে শিরকের কিছু নমুনাঃ মানুষ পদে পদে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করে। রুবুবিয়্যাতে শিরক করা মানুষের জন্য অতি সহজ ও স্বভাবজাত। নিম্নে কয়েকটি নমুনা পেশ করা হলঃ

ক. রুবুবিয়্যাতের সাথে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য জড়িত থাকায় সাধারনত: নেতারাই এমন শিরকের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিনত হয়। কর্তৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে লোকজন তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের রাব্ব'র আসনে বসিয়ে দেয়। আর নেতৃত্বের পাগলা ঘোড়ায় ছোয়ার হয়ে অনেক নেতাও সীমা ভুলে যান। তারা ইশারা ইঙ্গিতে বা কাজে-কর্মে এমন ভাব দেখান, কেউ কেউ দম্ভ করে বলেই ফেলেন: আই এম এ লর্ড। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মূসার ঘটনা জান কি? রাব্ব তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে নিয়ে বললেন: ফেরাউনের কাছে যাও! সে সীমা লংঘন করেছে। তাকে বলো! তুমি কি পরীচ্ছন্ন জীবনে (ঈমানের পথে) ফিরতে চাও! আমি রাব্ব'র পথে আহ্বান করছি, তাঁকে ভয় কর। মূসা তাকে অনেক বড় নিদর্শন দেখাল। তবুও সে অমান্য করল, অবাধ্য হল। সে প্রস্তান করল, পদক্ষেপ নিল। লোক জমা করে ঘোষনা দিল: **আমি মহান প্রভু**। (৭৯ নাযিয়াত: ১৫-২৪)

ওই ব্যক্তি (নমরুদ) কে দেখনি? আল্লাহ প্রদত্ব ক্ষমতা পেয়ে সে ইবরাহীমের সাথে রাব্ব নিয়ে তর্কে লিপ্ত হল! ইবরাহীম বলল: আমার রাব্ব জীবন মরনের মালিক। সে (এক ব্যক্তিকে হত্যা ও অপর জনকে ছেড়ে দিয়ে) বলল: আমিও জীবন মরনের মালিক। ইবরাহীম বলল: আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিকে উদয় করান। তুমি পশ্চিম থেকে উদয় করাও। কাফির তখন নির্বাক হয়ে গেল। আল্লাহ কোন জালিমকে হেদায়াত করেন না। (২বাকারাহ: ২৫৮)

তারা আল্লাহর বদলে তাদের উলামা, পীর ও মাসীহ বিন মারইয়াম(নবী)কে রাব্ব মেনে নিয়েছে। অথচ তাদের বলা হয়েছিল: এক আল্লাহর দাসত্ব করতে। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি সকল শিরকের উর্দ্ধে।
(তাওবাহঃ ৩১)
উক্ত আয়াতে ইয়াহুদ নাসারার কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের উলামা, পীর ও নবীকে প্রভুর আসনে বসিয়েছে। নবীর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি করেছে। উলামা ও পীরদের কথাকেই দ্বীন মনে করেছে। আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থি হলেও এদের ফতোয়া মেনে নিয়েছে। বর্নিত হয়েছেঃ

আইশাহ রাঃ থেকে বর্নিত। মৃত্যু সয্যায় রাসূল সাঃ বলেছেন: আল্লাহ ইয়াহুদ ও নাসাদের লা'নত করুক। তারা নবীগণের করবকে মাসজিদ (ইবাদাতের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেন: এক বক্তব্যে রাসূল সাঃ বললেন: লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হাজ্জ ফরজ করেছেন। হাজ্জ কর। একব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছর? তিনি নিরব হয়ে গেলেন। লোকটি তিনবার একই প্রশ্ন করল। রাসূল সাঃ বললেন: আমি হাঁ বললে ওয়াজিব হয়ে যেত। অথচ তোমরা করতে পারতে না। তারপর বললেন: আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। অধিক প্রশ্ন আর নবীদের (মর্যাদার) নিয়ে বাড়াবাড়ির কারনে আগের জাতি সমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই যথা সম্ভব আমার আদেশ পালন কর আর নিষেধ থেকে বিরত থাক। (দার কুতনী, হাদীছটি সংক্ষিপ্ত আকারে বুখারী, মুসলিমেও বর্নিত হয়েছে)

আজকাল মুসলমান নামী অনেকেই এমন করে যাচ্ছে। কুরআন সুন্নাহর তোয়াক্কা না করে নিজের দলের বা পছন্দের উলামা ও পীরের কথার উপর ভিত্তি করে জীবন পথ নির্ধারন করছেন। একেই দ্বীন মনে করছেন।

খ. রুবুবিয়্যাতে শিরকের আরেক পদ্ধতি আইন প্রনয়ন। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম। ইসলাম স্থান কাল পাত্র ভেদে মানুষের জীবন বিধানে পরিবর্তন এনেছে। প্রত্যেক রাসূলকে দেয়া হয়েছে নতুন শারীয়া'হ।

মুহাম্মাদ সাঃর আনীত শারীয়াহ আমাদের জীবন বিধান। মহান আল্লাহ নিজে এর মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। এসব মূলনীতির আলোকে মানুষ তাদের সমাজ গড়বে, তৈরী করবে সামাজিক আইন। ইহাই রুবুবিয়্যাতের মূল

কথা। এতে অন্যথা করা শিরক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিল। আল্লাহ রাসুল পাঠিয়েছেন সু-সংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে। মানুষের যাবতীয় বিবাদে বিচার করতে নাযিল করেছেন যথার্থ কিতাব। (২ বাক্বারাহ ২১৩)

বিচার ও শাসন করতে হবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে। মন-গড়া নিয়ম মেনে নয়। (যারা মন-গড়া পথে চলে) তাদের বর্জন কর; যেন আল্লাহর বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। (মা-ইদাহ ৪৯)

আল্লাহ ও রাসুলের কোন ফয়সালা না মানার এখতিয়ার মুঅ্মিন পুরুষ-নারী কারো নেই। আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্য ব্যক্তি বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। (আহ'যাব ৩৬)

দাউদ! আমি যমীনে তোমাকে খালীফাহ বানিয়েছি যেন বিচার ও শাসন কর সঠিক বিধান মতে। মন-গড়া নিয়ম মেনে নয়। তাতে আল্লাহর পথ থেকে তুমি বিচ্যুত হয়ে যাবে। (স্বুয়াদ ২৬)

না..! আল্লাহর কসম! তারা মুঅ্মিন হতে পারবে না। যতক্ষন না যাবতীয় বিষয় মিমাংসার জন্য তোমার কাছে আসে। তোমার দেয়া ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় এবং সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পন করে। (নিসা ৬৫)

তারা কি কুফরী যুগের বিধান চায়? অনুগত জাতির জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে?
(মা-ইদাহ ৫০)
যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করে না তারা কাফির। (মা-ইদাহ ৪৪)

পর্যালোচনাঃ মানুষ প্রয়োজন মত সময়োপযোগী আইন তৈরী করবে একথা সত্য। এতে ইসলাম ও প্রচলিত বিশ্বনীতির মাঝে কোন তফাত নেই। তফাত হচ্ছে আইনের উৎস ও মূলনীতি নিয়ে।

ইসলামী বিধান মতে সমাজের মূল ভিত্তি: তাওহীদ। আইনের উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ। তবে নবাগত সমস্যা ও জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইজমা ও কিয়াস (সর্বসম্মত মত ও যুক্তি)র সাহায্য নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ইসলামী শারীয়াহ মতে আইনের উৎস দুইটি: কুরআন ও সুন্নাহ। এবং আইন প্রনয়নের মূলনীতি চারটি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইহাই ইসলামী বিধান, ইসলামী শারীয়াহ তথা আল্লাহ ও রাসূলের নীতি।

ইসলামী বিধান মতে আল্লাহ ও রাসূলের নীতি বিরোধী আইন গ্রহন যোগ্য নয়। মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আওতাধীন থেকেই আইন তৈরী করতে হবে।

আর অমুসলিমরা মনে করে আইন বানাতে মানুষ স্বাধীন ও সার্বভৌম। মানুষ ইচ্ছামত আইন বানাবে, আইন বদলাবে। মানুষ চাইলে দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের মূলনীতিও বদলে ফেলতে পারবে। যা ইসলামে গ্রহনযোগ্য নয়।

আল্লাহ রাসূলের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে আজ হাহাকার, জুলুম ও নির্যাতন। ভোটে জিতে যারা আইন সভার সদস্য হয় তাদের অনেকেরই আইন ও নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান নেই। অথচ ইসলামী বিধান মতে আইন সভার সদস্য হতে হলে কুরআন হাদীছের জ্ঞান ও আইন প্রনয়নের যোগ্যতা থাকতে হবে।

অন্নদাতাঃ রুবুবিয়্যাতে শিরকের আরেকটি পথ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অন্নদাতা মনে করা। প্রতিটি প্রাণীকে সচল

রাখতে শক্তির প্রয়োজন হয়। আর শক্তির উৎস হিসাবে ধরা হয় মাটি, পানি, বাতাস ও আগুনকে। এ চারের সমন্বয়ে দেহ নামের যন্ত্রটি পরিচালিত হয়, সচল থাকে। যেমনঃ

আগুনঃ আমাদের শরীরে প্রবাহিত রক্তের মাঝে অতি সূক্ষ মাত্রায় আগুনের সঞ্চালন আছে। যার মাধ্যমে রক্ত গরম থাকে এবং শরীরকে গরম রাখে। রক্তের এ প্রবাহকে প্রেসার বা চাপ বলা হয়। রক্তের প্রবাহ বেড়ে গেলে শরীর অতি গরম হয়ে উঠে। একে বলা হয় উচ্ছ রক্ত-চাপ বা হাই প্রেসার। আর রক্তের প্রবাহ কমে গেলে শরীর ঠান্ডা হতে থাকে। একে বলা হয় নিম্ন রক্ত-চাপ বা লো-প্রেসার।

রক্তে আগুনের মাত্রা বেড়ে বা কমে গেলে শরীরের ক্ষতি হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক হয়ে মরার ঝুকি বেড়ে যায়। তাই মানব দেহে প্রক্রিয়াজাত আগুন আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এবস্তুটি জন্মগত ভাবেই আল্লাহ আমাদের দেহে স্থাপন করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহই আমাদের অন্নদাতা।

বাতাসঃ জীবনের জন্য অতি প্রয়োজন আরেকটি বস্তু ওক্সিজেন বা জীবনী শক্তি। অক্সিজেন না পেলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল ও রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে অল্প সময়েই মানব দেহ নিথর হয়ে পড়ে।

জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এ বস্তুটিকে আল্লাহ সবার জন্য উন্মোক্ত ও বিস্তৃত করে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০০মাইল পর্যন্ত বাতাসের বেষ্টনী থাকলেও মাটির কাছেই অক্সিজেনের ঘনত্ব সব চেয়ে বেশী। আবার গাছ-পালা ও বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে অক্সিজেনকে সতেজ ও প্রবাহমান রাখতে চালু রয়েছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। এসব দয়াময় আল্লাহর এক বিশেষ করুনা। তাই তিনিই আমাদের অন্নদাতা।

মাটিঃ আমরা মাটির তৈরী। ছোট হয়ে জন্ম নিয়ে মাটির দ্বারাই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে মাটির দেহ। মাটি থেকে উৎপন্ন হয় ফল-মূল তথা খাদ্য। মানব দেহে খাদ্যের চাহিদা ও স্বাদ আছে। খাদ্যের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত মাটি মানব দেহে প্রবেশ করে। আর এতে মিশে থাকা ভিটামিন, আমিশ, শর্করা, আয়রন ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে বর্ধিত ও চলমান হয় মাটির দেহ। এসব মহান আল্লাহর স্বয়ংক্রিয় কৌশলেরই অংশ। তাই তিনিই আমাদের অন্নদাতা।

পানিঃ পানির ছুয়াতে তৈরী হয় জীবন। পানি না পেলে মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু কিছুই জন্মে না। পানির ছুয়া ছাড়া বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয় না, বেড়ে উঠে না কোন গাছ। পানির অভাবে প্রাণী, উদ্ভিদ সব মরে যায়। তাই পানির অপর নাম জীবন।

পানির প্রবাহ কুদরেতের এক আজিব খেলা। তাপের মাধ্যমে পানিকে বাষ্প বানিয়ে হালকা করে আকাশে উঠানো হয়। এই বাষ্পকে মেঘমালায় রূপান্তরিত করে বৃষ্টি বর্ষন করা হয়। এভাবে প্রবাহমান রাখা হয় নদ-নদী, সতেজ রাখা হয় বিশ্ব, জীবিত রাখা হয় প্রাণীকূল। এসব মহান আল্লাহর অপরূপ কৌশল ও করুনা।

জীবন রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা যিনি করেন তিনিই অন্নদাতা। অন্নদান রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের রাব্ব। তিনিই আমাদের অন্নদাতা, রিজিক দাতা। অন্যকে অন্নদাতা মনে করা রুবুবিয়্যাতে শিরক।

নাস্তিকরা প্রকৃতিকে অন্নদাতা মনে করে। তারা মনে করে: প্রাকৃতিক ভাবেই সবকিছু তৈরী ও সঞ্চালিত হয়। হিন্দুরা মনে করে: অন্নদাতা দেশের মাটি। তাই দেশের মাটিকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে পূজা করে তারা দায়মুক্ত হতে চায়। এমন ধারনা থেকেই (মা দুর্গা, মা কালি, লক্ষ্মি মা, সরস্বতি মা, গো মাতা ইত্যাদির মত) তারা বলে: ভারত মাতা। আর এ সূত্র ধরেই বলা হয় দেশমাতা বা দেশমাতৃ। তাইত রবিন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনেক গাণে দেশকে

মা, মাতা ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। এক গাণে বলা হয়েছে: *হে আমার দেশের মাটি তোমার তরে ঠেকাই মাথা.... তুমি সব মাতার মাতা।* মানে সকল দেবির বড় দেবি।
আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার শিরক থেকে হেফাজত করুক।

কর্তৃত্বে শিরকঃ এমহা-বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। সৃষ্টি যার কর্তৃত্ব হবে তাঁরই। ইহাই ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তি সঙ্গত কথা। সকল কর্তৃত্বে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া শিরক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

জেনে রেখ! সৃষ্টি আল্লাহর। তাই কর্তৃত্ব হবে শুধুই তাঁর। আল্লাহ মহান, সর্ব-জগতের রাব্ব। (আ'রাফ ৫৪)

কিন্তু বিষয়টি মেনে নিতে রাজি নয় বেইমান নেতারা। তারা চায় নিজেদের কর্তৃত্ব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলে আমাদের কি কোনই কর্তৃত্ব নেই..? বলেদাও! সকল কর্তৃত্ব শুধুই আল্লাহর (আল-ই'মরান ১৫৪) ৩.

আদি ও অন্ত সকল কালে সকল কর্তৃত্ব শুধুই আল্লাহর (রূম ৪)

কারো কোন কর্তৃত্ব নেই আল্লাহ ছাড়া। তিনি হুকুম দিচ্ছেন: দাসত্ব কর শুধুই তাঁর। ইহাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা। (ইউসুফ ৪০)

কর্তৃত্ব আসলে রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহরই অংশ বিশেষ। যিনি রাব্ব, যিমি ইলাহ কর্তৃত্ব হবে তাঁরই। কর্তৃত্ব দম্ভ ও অহমিকার জন্ম দেয়। দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তি নিজের কর্তৃত্ব ও অধিপত্য চায়। ইসলামে দম্ভ ও অহংকার হারাম। সকল দম্ভ ও অহংকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কারন তিনি রাব্ব, তিনি ইলাহ। দম্ভ ও অহংকার তাঁরই শান। অন্য সবাই তাঁর দাস। যারা তাঁর কাছে হীন ও নীচ হয়ে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে....

আল্লাহ ছাড়া কোন ওয়ালী নেই। কর্তৃত্বে অন্যকে শরীক বানিও না। (কাহাফ ২৬)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেন: আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেছেন: অহংকার আমার চাদর আর দম্ভ আমার ইজার। যে এর কোনটি ছিনিয়ে নিতে চাইবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (মুসলিম)
দম্ভ ও অহংকার আল্লাহর বৈশিষ্ঠ। কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বৈশিষ্ঠে শিরক করা যাবে না।

কর্তৃত্বে শিরকের নমুনাঃ যেহেতু কর্তৃত্ব শুধুই আল্লাহর। তাই সৃষ্টি জগতের সবকিছু শ্রেণী বিন্যাস করার একমাত্র বৈধ অধিকারী তিনিই। কোন কিছুকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়ার অধিকার অন্য কারো নেই। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে ব্যক্তির উপর, কালকে কালের উপর, স্থানকে স্থানের উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না। এমন করা আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরকের অন্তর্গত। যেমনঃ

স্থাপনাকে স্থাপনার উপরঃ কোন স্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়ার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ। অন্য কেউ এমন করলে শিরক হবে। কিন্তু মক্কার মুশরিকরা এমন করত। তাদের ৩৬০টি স্থাপনা ছিল। তারা এসব স্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় মর্যাদায় ভুষিত করত। বিশেষ দিনে হাজির হয়ে সম্মান করত, শ্রদ্ধা জানাত, ভোগ দিত, জবেহ করত। এসব স্থাপনাকে **নুসুব** (সৌধ, স্থম্ভ, খুটী ইত্যাদি) ও **মিনার** বলা হয়।

যুগযুগ ধরে চলে আসা সংস্কৃতি হচ্ছে: মুশরিক জাতি সমূহ কিছু নুস্বব ঠিক করে নেয়। বিশেষ দিনে হাজির হয়ে

একে সম্মান করে, শ্রদ্ধা জানায়, কিছু উৎসর্গ করে। ইসলামী শারীয়া'হ মতে: এসব কাজ শিরক। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমাদের তরে হারাম করা হয়েছে মৃত, (প্রবাহমান) রক্ত, শোয়রের মাংস ও আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবেহকৃত (মাংস)। এবং যা শ্বাস রোধ হয়ে, আঘাতে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা অন্য (পশুর পাখি)র আক্রমনে মারা যায় বা হিংস্র (পশু-পাখি) যার মাংস খেয়ে ফেলে। তবে (মরার আগে) জবেহ করে নিলে হালাল হয়ে যায়। আর যেসব (পশু-পাখি) **নুসুবে** জবেহ করা হয় বা (যার মাংস) তীর দিয়ে (লটারীর মাধ্যমে) বন্টন করা হয়।
এসব পাপ। কাফিরেরা আজ তোমাদের দ্বীন থেকে হতাশ হয়ে গেছে। তাই তাদের ভয় কর না। শুধু আমাকেই ভয় কর। আজ তোমাদের দ্বীনকে পূর্নতা দান করলাম। তোমাদের তরে আমার নিয়ামত (ইসলামী শারীয়া'হ) পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। (হালাল হারাম মেনে চল) তবে যে নিরুপায় হয়ে পাপের ইচ্ছা ছাড়া (হারাম খাদ্য গ্রহন করল তার তরে) আল্লাহ গাফূর, রাহীম। (৫ মাইদাহ: ৩)

উক্ত আয়াতে নুস্বুবে জবেহকৃত পশু-পাখি হারাম করা হয়েছে। মুশরিকরা মক্কা নগরীতে ৩৬০টি স্থাপনা, পাথর ও মুর্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিত। বিশেষ দিবসে এখানে হাজির হয়ে শ্রদ্ধা জানাত, ভোগ দিত। এসব স্থাপনা, পাথর ও মুর্তিকে **নুসুব** বলা হয়। তাই বিশেষ দিনের জন্য বিশেষ স্থাপনা নির্ধারন করা, ইহাকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, এর তরে কোনকিছু উৎসর্গ করা শিরক।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ রাঃ বলেন: (৮ম হিজরীতে বিজয়ীর বেশে) নবী সাঃ যখন মক্কাহ প্রবেশ করলেম তখন কা'বাহর আশ-পাশে তিনশত ষাট(৩৬০)টি নুস্বুব ছিল। তিনি হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন: হাক্ব (সঠিক বিধান, ইসলাম) এসে গেছে আর বাত্বিল (কুফর, শিরক) দূর হয়েছে। (বুখারী: ২৪৭৮)

সময়কে সময়ের উপরঃ সময়কে সময়ের উপর মর্যাদা দেবার একমাত্র বৈধ অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর কর্তৃত্বে শিরক করা হবে। যেমনটি করত মক্কার মুশরিকরা। যি-ক্বাইদাহ, যিল-হাজ্জাহ, মুহাররাম ও রাজাব, এচার মাসকে আশহুর হুরুম বা মহান মাস বলা হত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহর বিধান মতে মাস রাবটি। আসমান-যমীন সৃষ্টির পর থেকে এনিয়ম চলে আসছে। এর মধ্যে চার মাস হারাম (মহান)। ইহাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। এতে অবিচার কর না। তবে মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ কর যেমন তারা সর্বাত্মক যুদ্ধ করে। জেনে রাখো! আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গী। (৯ তাওবাহঃ ৩৬)

মক্কার মুশরিকরা এতে পরিবর্তন করত। তারা কখনো মুহাররামের পরিবর্তে সাফারকে হারাম ধার্য করত। তারা একাজকে **নাসি** বলে অভিহিত করত এবং জনসার্থে করা একটি কল্যানকর কাজ মনে করত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

নাসি বর্ধিত কুফর, বিভ্রান্তিকর কাফিরদের কাজ। তারা এমাসকে এক বছর হালাল আর (আল্লাহর বিধানের অনুকরনে) অন্য বছর হারাম করে। এতে তারা আল্লাহর ধার্যকৃত হারামকে হালাল করে দেয়। তাদের এ মন্দকাজকে শোভিত করা হয়। (তারা ভাবে ইহা জনস্বার্থে, ভাল কাজ) আল্লাহ কোন কাফিরকে হেদায়াত করেন না। (৯ তাওবাহ: ৩৭)
আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেন। আমি নবী সাঃকে বলতে শুনেছি: তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমার (দিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এ) দিনে রোজা না রাখে। তবে এর আগে ও পরে একদিন সহ (রাখতে পারবে)। (বুখারী: ১৮৫৮)

মানুষকে মানুষের উপরঃ মানুষকে মানুষের উপর মর্যাদা দেয়ার বৈধ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ হবে। মক্কার মুশরিকরা একাজটিও করেছে। মুহাম্মাদ সাঃকে অমান্য করে তারা

বলেছিল: কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে মক্কাহর ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ আল-মাখজুমী আল-কারশী অথবা তাইফের উরওয়া বিন মাসউদ আল-সাকাফীর উপর নাযিল হত। কারন তারা মহান ব্যক্তিত্ব। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তারা বলে: কুরআন কেন দুই নগরী (মক্কাহ তায়েফ)র কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল হল না? (৪৩যূখরুফ:৩১)

পশুকে পশুর উপরঃ কোন পশুকে অন্য পশুর উপর মর্যাদা দেয়ার বৈধ অধিকার ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। অন্য কেউ এমন করলে আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ হবে। যা কুফর ও শিরক। মুশরিকরা একাজটিও করত। দেবীর নামে উৎসর্গকৃত পশুকে বিশেষ নামে অভিহিত করত এবং বিশেষ মর্যাদা দিত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

বাহিরাহ, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ, হাম এসব আল্লাহ ঠিক করেননি। বরং (এর মাধ্যমে আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করে) কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে। বস্তুত তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫ মাইদাহ: ১০৩)

বাহিরাহঃ কোন উঠনির প্রথম পাঁচ বাচ্ছা স্ত্রী হলে প্রথা অনুযায়ী এর দুধ ইশ্বরের নামে উৎসর্গ করে কান কেটে মুক্ত ভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। এর নাম বাহিরাহ।

সাইবাহঃ মান্নতের পশুকে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হত। এর নাম ছিল সাইবাহ।

ওয়াসীলাহঃ নৈকট্য আর্জনের জন্য তারা কোন পশুকে আল্লাহর নামে বিসর্জন দিত। ইহাই ওয়াসীলাহ।

হামঃ উঠ নির্ধারিত সংখ্যক উঠনির সাথে সঙ্গম করার পর বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ছেড়ে দেয়া হত। ইহাই হাম।

দেবতার পশু হিসাবে এসবকে মহান ও পবিত্র মনে করা হত। এর পিঠে আরোহন, দুধ পান ও মাংস খাওয়ার ব্যাপারে অনেক নিয়ম ও সংস্কারের প্রচলন ছিল। এসবই আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ, কুফর ও শিরক। এ হচ্ছে মাত্র কয়েকটি নমুনা। এ ছাড়া আরো অনেক পদ্ধতিতে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বে শিরক করা হয়।

সিরাত মুস্তাক্বীমঃ আল্লাহ সাথে কোন প্রকার শিরক না করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ ও রাব্ব মেনে নিয়ে তাওহীদের আলোকে জীবন পরিচালিত করার নাম সীরাত মুস্তাকিম। ইরশাদ হচ্ছেঃ

নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের রাব্ব। ইবাদাত কর শুধুই তাঁর। ইহাই সীরাত মুস্তাকীম। (৩আল-ই'মরান: ৫১)

ছোট শিরকঃ এতক্ষন বড় শিরক সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এবার ছোট শিরক নিয়ে আলোচনা করা হবে। যা সরাসরি শিরক নয় তবে শিরকের মত বা শিরকের পথে ধাবিত করে। ইহাই ছোট শিরক। যেমনঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা,

অন্যের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা,

অন্যকে খুশী করার, দেখানোর জন্য বা অন্য থেকে প্রতিদানের আশায় ইবাদাত করা ইত্যাদি। ছোট শিরক দুই ভাবে হয়ে থাকেঃ শিরক জাহির ও শিরক খাফিয়্য।

শিরক জাহিরঃ যে শিরক দেখা যায় বা শোনা যায় তাকে শিরক জাহির বলে। শিরক জাহির আবার দুই ভাবে হয়ে থাকে। যথাঃ মৌখিক শিরক (শিরক বিল-আক্বওয়াল) ও কর্মে শিরক (শিরক বিল-আফয়াল)।

কর্মে ছোট শিরকঃ যে কাজ সরাসরি শিরক নয়। তবে শিরকের মত বা শিরকের পথে ধাবিত করে তা হল কর্মে ছোট শিরক তথা শিরক আছগার যাহির বিল-আফয়াল।

যেমনঃ বদ নযর, বালা-মুসীবত ও বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য গাছের জড়ি, মাছের কাটা, ঝিনুক, তাগা বা অন্য কোন বস্তু সঙ্গে রাখা। এসব বস্তুকে মাধ্যম বা ওসীলা হিসাবে রাখা ছোট শিরক আর এসবকে ক্ষমতাধর মনে করে রাখা বড় শিরকের অন্তর্গত।

বিঃ দ্রঃ= বদ-নযর বা বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার অগ্রিম ব্যবস্থাকে তায়া'য়্যুয বলে। সুরাহ ফালাক, নাস সহ কুরআনের আয়াত ও মসনূন দোয়া দ্বারা তায়া'য়্যুয হাদীছে প্রমানিত। তবে গাছের জড়ি, মাছের কাটা, ঝিনুক, তাগা বা অন্যকিছু দিয়ে তায়া'য়্যুয ঠিক নয়। এসব সরাসরি শিরক না হলেও শিরক পথে ধাবিত করে। তাই এসব কাজকে ছোট শিরক বলা হয়ে থাকে। বর্নিত হয়েছেঃ

আউফ বিন মালিক আল-আশজায়ী রাঃ বলেন: জাহিলী যুগে আমরা রুকিয়্যাহ (ঝাড়-ফুক) করতাম। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাঃ বললেন: তোমাদের রুক্বা (মন্ত্র) সমূহ আমার কাছে পেশ কর। শিরক মুক্ত কুক্বা দিয়ে রুকিয়্যাহ করাতে অসুবিধা নেই। (মিশকাত: পৃ ৩৮৮, মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ বলেছেন: রাসূল সাঃ হারাম চিকিৎসা থেকে নিষেধ করেছেন। (মিশকাত: পৃঃ ৩৮৮, আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবন মাজা)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃর স্ত্রী যাইনাব বলেন: একদা আমার গলায় তাগা দেখে আব্দুল্লাহ বললেন: ইহা কি ? আমি বললাম: পড়া তাগা। তিনি তাগাটি ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন: আব্দুল্লাহ পরিবারের সাথে শিরকের সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি শুনেছি: রাসূল সাঃকে বলেছেন: ঝাড়-ফুক, তাবিজ ও জড়ি অবশ্যই শিরক। যাইনাব বলেন: আমি বললাম: চুখের ব্যথায় আমার কষ্ট হচ্ছিল। অমুক ইয়াহুদী (আলিম) আমাকে তাগাটি পড়ে দিয়েছে। এতে আমার ব্যাথা সেড়ে গেছে। আব্দুল্লাহ বললেন: ইহা শয়তানের কাজ। শয়তান তোমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাগাটি ব্যবহারের পর সে বিরত রয়েছে (ইহা মানুষকে মুশরিক বানানোর শয়তানী চাল) রাসূল সাঃ যা বলতেন তাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বলতেন: আযহিবি-ল-বাআছ রাব্বা-ন্নাস, ওয়াশফি আনতাশ শাফী লা-শিফাআ ইল্লা শিফাআক শিফাআন লা-য়ুগাদিরু সাক্বামা। (মিশকাত: ৩৮৯, আবু-দাউদ)

মৌখিক শিরকঃ যেসব কথা সরাসরি শিরক নয়। তবে শিরকের মত বা শিরকের পথে ধাবিত করে ইহাই মৌখিক ছোট শিরক (শিরক আছগার যাহির বিল-আক্বয়াল)। যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করা। বাপের নামে, দাদার নামে, পীরের নামে, কা'বাহর নামে, নবীর নামে বা কারো জীবনের কসম, মরনের কসম ইত্যাদি। এবং কাউকে উদ্দেশ্য করে এমন কথা বলা। যেমন: তুমি না থাকলে আজ এমন হত। তুমি থাকায় আজ বেচে গেলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ও তুমি চাইলে কাজটি হয়ে যাবে। ইত্যাদি... বর্নিত হয়েছেঃ

ইব্ন্ উমার রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে কসম করল সে কুফর ও শিরক্ করল। (আহমদ)

ইবন্ উমার রাঃ থেকে বর্নিত। উমার রাঃকে বাপের নামে কসম করতে দেখে রাসূল সাঃ বললেন: শোন ! কারো বাপের নামে কসম করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কসম করতে হলে আল্লাহর নামে কর, নতুবা চুপ থাক।
(বুখারী ও মুসলিম)

আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি লাত, উয্যা (বা অন্য) নামে কসম করল সে যেন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' বলে (ঈমানকে নবায়ন করে)। (বুখারী ও মুসলিম)

শিরক খাফিয়্যঃ যে শিরক দেখা যায় না তাকে শিরক খাফিয়্য বলে। শিরক খাফিয়্য আসলে নিয়তে শিরক। যেমনঃ লোক দেখানোর জন্য দান খয়রাত করা। নাম ফাটানোর জন্য কোন কাজ করা। লোক মন্দ থেকে বাঁচার জন্য নামায পড়া বা অন্য কোন ইবাদাত করা। বর্নিত হয়েছেঃ

জুন্দুব (আবু-যার গিফারী) রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: যে ব্যক্তি (ইবাদতের মাধ্যমে) খ্যাতি চায় আল্লাহ তাকে তাই দেবেন। যার উদ্দেশ্য লোক দেখানো আল্লাহ তাকে তাই দেবেন। (মিশকাত: পৃঃ৪৫৪, বুখারী, মুসলিম)

আবু-সাঈদ বিন আবু-ফাদ্বালাহ রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ননা করেন: পরকালে ঘোষনা করা হবে: যে ব্যক্তি কোন আমলে অন্যকে শরীক করেছ সে যেন আমলের প্রতিদান তার থেকে নিয়ে নেয়। কারন শিরক যুক্ত কোন কিছুর প্রয়োজন আল্লাহর নেই। (মিশকাত: পৃঃ ৪৫৪, আহমাদ)

শাদ্দাদ বিন আউস রাঃ বলেন। আমি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোজা রাখল সে শিরক করল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সাদাকাহ দিল সে শিরক করল। (মিশকাত: পৃঃ ৪৫৫, আহমাদ)

শিরকের পরিনামঃ শিরকের পরিনাম বড় ভয়াবহ। যে ব্যক্তি শিরক করে তার কোন কিছুই আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। সে হয়ে যায় মুশরিক। মুশরিক চির দিনের জন্য আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত। মুশরিক চির জাহান্নামী।

ঈমান বিনষ্টকারী মহা-পাপঃ শিরক ঈমান বিনষ্টকারী অন্যতম মহা-পাপ। শিরক করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। যে শিরক করে সে আর মুঅ্মিন থাকে না। মুশরিক ও চির জাহান্নামী হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহর উপর ঈমান আনা সত্বেও অনেকে মুশরিকই রয়ে যায়। (১২ ইউসুফ: ১০৬)

ক্ষমার উপায়ঃ শিরক করে ফেললে ক্ষমার একমাত্র পথ তাওবাহ। তাওবাহ অর্থ ফিরে আসা। পাপ ছেড়ে দিয়ে, পাপের পথ পরিহার করে ভাল পথে ফিরে আসার নাম তাওবাহ। তাওবাহ করলে সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

ফিরে আসার পথঃ সঠিক ভাবে জ্ঞান অর্জন করে শিরকের পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে চলা এবং পাপের পথ থেকে ফিরে আসা।

শিরক থেকে বাঁচার উপায়ঃ তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা, শিরকের পথ ও উপকরন থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা এবং শিরক থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।